আশ্রয়কারী ব্যক্তি কুক্কুরের পুচ্ছ ধারণ করিয়া অতি বিস্তীর্ণ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিতেছে। যেমন কুক্কুরের পুচ্ছ ধরিয়া অতি বিস্তীর্ণ সাগর উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব, তেমনি পরমেশ্বরকে আশ্রয় না করিয়া দেবান্তরের আশ্রয়ে দুঃখ-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় না। ইতি শ্লোকার্থ॥ ১০৬॥

এক্ষণে শ্রীগোস্বামীপাদকৃত টীকার মর্ম্মার্থ যথা—অবিস্মৃত শ্রীভগবদ্‌ভিন্ন অপূর্ব্ব বস্তু না থাকায় যিনি বিস্ময়রহিত, অতএব নিজ স্বরূপানন্দ লাভে যিনি পূর্ণকাম। এস্থলে "স্বেনৈব" পদের অর্থ স্বীয় অর্থাৎ আপনাকে আপনি লাভ করিয়া যিনি পরিপূর্ণকাম। "স্বেন" পদটি শ্লোকোক্ত কর্ম্ম, লাভ পদটি ক্রিয়া। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে—যাহার নিজ স্বরূপ ভিন্ন অন্য কাহারও অপেক্ষা নাই। এই প্রকার অভিপ্রায়ই—

রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ।

অর্থাৎ যাহারা বৈভবের সহিত ঐশ্বর্য্য এবং পুত্রসন্ততি প্রভৃতি ইচ্ছা করে, তাহারা রজস্তমঃস্বভাবজন্য পিতৃভূত প্রভৃতির সহিত সমান স্বভাব বলিয়া সেই সকল দেবতাকে উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা মুক্তিলাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে ছাড়িয়া দেবতান্তরের উপাসনা করেন না। এই ১।২।২৭ শ্লোকেও শ্রীভগবান্‌কে ছাড়িয়া দেবতান্তরের উপাসনায় যে মুক্তিলাভ হয় না, তাহা স্পষ্টই উল্লেখ করা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ সংবাদেও এইরূপ অভিপ্রায়ই দেখা যায়—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ।

অর্থাৎ যে জন বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবকে উপাসনা করে, সে ব্যক্তি নিজ জননীকে পরিত্যাগ করিয়া শ্বপচীকে বন্দনা করে। সেই স্কন্দপুরাণেই অন্যত্রও দেখা যায়—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হালাহলং বিষম্।

অর্থাৎ যে বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সেই মূঢ়চিত্তব্যক্তি অমৃত ত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ ভোজন করিতেছে। মহাভারতেও দেখা যায়—

যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি॥